Raatpari

Gargi Bhattacharya

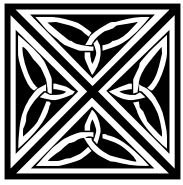

COPYRIGHTED MATERIAL

রাতপরী

গার্গী ভট্টাচার্য

জয়াদি ও বুঢঢাদাকে ;

কোন এক সময় যাদের কোষের সাথে যুক্ত ছিলাম ::

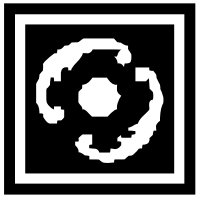

This is just a prose . I am not saying whether it is a story or essay or travelogue etc. It's just a prose .

But the places I have mentioned here are there in north eastern part of India though in some cases I have blended my imagination with it ---Gargi

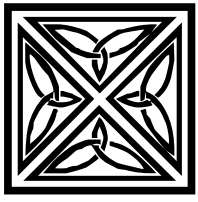

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.

Maya Angelou

"Have you ever
had so much to say
that your mouth closed up tight
struggling to harness
the nuclear force
coalescing within your words?

Have you ever
had so many thoughts
churning inside you that you didn't
dare let them escape
in case they blew you wide open?

Have you ever
been so angry that you
couldn't look in the mirror
for fear of finding the face of evil
glaring back at you?"
— Ellen Hopkins, "Crank"

My website :

www.gargiz.com

The book covers of the books Raatpari, Suhel,Tomari Sarengi,Kaalpurush O pahari moinaguli and Keyur etc. are done by me.

রাতপরী

এই কাব্য একটি মেয়েকে নিয়ে । সেই মেয়েটি জাতিতে মুসলিম । খুবই সাধারণ চেহারা তার । গ্রাজুয়েশান করে সে আর পাঁচজন মেয়ের মতন সংসারে ব্রতী না হয়ে পুলিশ ট্রেনিং নিলো । তাদের বাস ভারতের যেই অংশে সেখানে বেশ অনেকটা কাছেই এক বিশাল নামী অরণ্য আছে যাতে অনেক বাঘ আছে । বাঘের জন্য নাম আছে সেই জঙ্গলের । কথায় বলে যে এখানে কেউ যদি বাঘের দেখা না পায় তাহলে জগতের কোথাও পাবেনা ।

এই এলাকা সীমানার দিকে । অনেক অনেক সবুজে মোড়া শাল পিয়ালের বন আছে আর আছে সতেজ ধান ও অন্যান্য ক্ষেতখামার ।

মেয়েটি , যার নাম মমতাজ তাকে লোকে শর্টে ডাকে মোম বলে সে পুলিশের চাকরি করতে করতেই বিয়ে করে সহকর্মীকে যার নাম রহিম ।

রহিম লোকটি মহা বজ্জাৎ । দুনম্বরী করা , লোককে অত্যাচার করা , পুলিশের পাওয়ার নিয়ে মানুষকে উত্যক্ত করে মারাই ছিলো তার কাজ । তাই বেশিদিন টেঁকেনি । কোনো এক গুন্ডাবাহিনীর কবলে পড়ে একদিন এই দুনিয়া ত্যাগ করে ।

শোনা যায় তার ভাইয়ের স্ত্রী শেহনাজের সাথেও তার সম্পর্ক ছিলো । সাধারণতঃ ছেলেরা মেয়েদের সেক্সের অফার দেয় কিন্তু রহিমের ক্ষেত্রে অন্য মেয়েরা তাকে সেক্সের অফার দিতো । তার একটা কারণ অবশ্যি তার চেহারা ও ৬ প্যাক পালোয়ানের মতন বডি । এছাড়াও দুনম্বরী করে করে সে প্রচুর কামায় কাজেই অনেকের চোখেই সে ছিলো মুকুট বিহীন রাজা । তাই লোকাল পার্টিতে সে সেক্সের অফার পেতো অন্যান্য মেয়ে ও ধনী ব্যাক্তিদের পত্নীকূলের কাছ থেকে যারা সচরাচর অন্য কাউকে মনিষ্যি জ্ঞান করেনা । তাদের কাছে জগতে দুই জাতের লোকই আছে আমির ও গরীব । গরীব হলো ঘৃণ্য ও আমির হলো আদরনীয় । তাই দরিদ্ররা

এইসব বধূদের আড়ালে গালি দিতো মিডিল ফিঙ্গার দেখিয়ে ও মুখে বলতো , চোদনীয় ।

কিন্তু তবুও ঈশ্বর অনুকূল না থাকায় প্রাণটি খোয়ালো রহিম সাহেব । অত্যাচারি পুলিশ মরলো তাই বহু মানুষ খুশি হলেও মমতাজের তো স্বামী যতই হোক্ তাই সে বড়ই মুষড়ে পড়লো । তার আরও একটা কারণ হল ওদের একটি ছোট বাচ্চা ছিলো । একটি শিশু সন্তান । দুধের ছেলে । তার

নাম ওসমান । একা হাতে ওসমানকে কি করে মানুষ করবে এইসব ভাবতে ভাবতেই তার বাবা ও মা জোর করে তার আবার বিয়ে দিয়ে দিলো ,এবার একজন ভালোমানুষের সাথে । এই লোকটি অরণ্যে গাইডের কাজ করতো । তবে তার বাসস্থান মমতাজের বাসা থেকে বহুদূরে । তা ধরো ৩৫০/৪০০ কিমি দূরে । বনের পাশে ।

মমতাজ মনে মনে ভাবে যে তার প্রথম স্বামী এত বাজে লোক ছিলো তাই তার মরণ হয়ত ভালো হয়েছে সমাজের পক্ষে কিন্তু নতুন বরের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক হবে বিশেষ করে একটি ছেলে আছে যেখানে , এইভেবে সে মরমে মরে গেলো ।

এছাড়া আর সমস্যা নেই । স্বামী কর্মঠ । তার এই অঞ্চলের ইতিহাস ও ভূগোলের দখল নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে না । তার শখ হল গাড়ি । নিজের একটি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির গ্যারেজ ছিলো । সেখানে নামীদামী গাড়ি বিক্রি হতো তবে সবই সেকেন্ড হ্যান্ড । লোকটির কাছে ভিন্টেজ গাড়িও মিলতো কারণ অরণ্য ব্যাতীত গাড়িই তার আরেকটি শখ ।

এই মানুষটিও মুসলিম । এর নাম রফি ।

দ্বিতীয় স্বামীকে পছন্দ হলেও এক আজব ব্যাপার শুরু হয় মোমের দাম্পত্য জীবনে ।

বিয়ে শাদি , ম্যায় তুঝে কবুল এইসব হলেও ওদের মধ্যে কোনো দৈহিক সম্পর্ক হয়না । মাসের পর মাস কেটে যায় কিন্তু পতি ও পত্নীর মিলন যা বিবাহিত জীবনের অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার তা আর হয়না । খুবই অবাক হয় মোম বা মমতাজ । স্বামীকে কিছু জিজ্ঞেস করার ফুরসৎ হয়না কারণ প্রতিরাতে সে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায় । ভোর বেলায় ফেরে । এই ধরো ৩টে নাগাদ ফেরে । তারপর ঘুমিয়ে ওঠে ১০টা নাগাদ । উঠে মুখ ধুয়ে জঙ্গলে কাজে চলে যায় । ওখানেই খায় ও সন্ধ্যে অবধি থাকে । তারপর গ্যারেজে যায় কাজেই কথা

হবে আর কখন ? মোমেরও তো সাব ইন্সপেক্টরের ব্যস্ত জীবন । তাই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়না । এইভাবেই কেটে যেতে থাকে সময় ।

কিন্তু পুলিশের মন তাই একদিন স্থির করে মোম যে সে স্বামীর পিছু পিছু রাতে চলে যাবে যেখানে সে যায় । তারপর দেখবে কি হয় রাত্রে যে প্রতিটা রাত নতুন বৌকে ফেলে সে চলে যায় এক আজব আকর্ষণে আর এটা মোমের দুনম্বর বিয়ে হলেও রফির তো প্রথম বিয়ে । তাও কি এমন হয় রাতে যে সে রোজ রাতে হাওয়া হয়ে যায় ?

যেমন ভাবা তেমন কাজ । একদিন রাতে ছুটি ছিলো । নাইট ডিউটি ছিলো না মমতাজের । শিশুটিকে খাইয়ে কাজের মাসির কোলে দিয়ে সে পিছু নেয় রফির । খুব সন্তর্পনে পা ফেলে ফেলে সে দেখে রফি বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো ।

গাঢ় রাত । যদিও সেদিন ছিলো পূর্ণিমা । চারপাশ দেখা যাচ্ছে । ঘন বন । শাল পিয়াল গাছের সারি । এছাড়াও অজস্র অন্যান্য বৃক্ষাদি আছে ও মাটির স্তুপ। ফোঁস করে বুঝি একটা সাপ ফণা তুললো । হিস হিস শব্দ করে সরে গেলো । এখানে বাঘের ভয় আছে কিন্তু রফি এই বনকে হাতের তালুর মতন চেনে । কতগুলো বুনো কুকুর ডেকে ওঠে

দূরে । একটা প্যাঁচা উড়ে গেলো । কিছু রাতপাখি ট্যা ট্যা করে উঠলো ।

এমন মায়াবী রাত যেন কবি ও মধুচন্দ্রিমায় যারা তাদেরকে বুক ফুলিয়ে ডাকছে ।

এত সুন্দর লাগছে চারপাশ আর রফিও তো সেদিক দিয়ে সদ্য বিবাহিত কিন্তু নববিবাহিতা বধূর প্রতি তার কোনো টানই নেই ।

এসব ভাবছে আর আস্তে আস্তে পা ফেলে রফিকে অনুসরণ করছে মোম কারণ শুকনো পাতার মচমচানি ভালই শব্দের লহরী তুলছে যা চারপাশের নৈঃশব্দকে ভেদ করে করে যেন হাসছে । **এমন সময় দূরে একটা পশুর অট্টহাসি শোনা গেলো - হা হা হা , হা হা হা ! হয়ত হায়না ।**

ঠিক তখনই যেন একজন আলোর মেয়েকে দেখা গেলো । ঠিক যেন আলো দিয়ে তৈরি এই মেয়ে আস্তে আস্তে এক নারীতে পরিণত হলো । দেখা গেলো সবুজ পোষাক পরা এই মেয়ে মাথায় বাঁধা একটি সবুজ স্কার্ফ । পোষাক মানে লম্বা একটি ম্যাক্সির মতন কিন্তু সেই ম্যাক্সি পা থেকে অনেকটা নেমে গেছে । যেমন ফ্যাশান ডিজাইনারেরা আঁকে সেরকম । মেয়েটি এগিয়ে এলো আর রফিও তার

দিকে এগিয়ে গেলো । তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে একটি গাছের নিচে বসলো । রাত কত হবে কেউ জানেনা । গল্প করতে লাগলো খুব মিহি স্বরে । যখন গল্প থামলো তখন ভোর হয়ে এসেছে । রফির হাতে মাথার থেকে স্কার্ফটা খুলে দিয়ে মেয়েটি যেমন এসেছিলো সেরকম আলো হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলো । এবার হতবাক মমতাজ একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো ।

রফি স্কার্ফটি নিয়ে অরণ্যের অন্যপাশে গিয়ে একটি বড় অথচ শুকনো গাছে বেঁধে দিলো যেখানে অনেক স্কার্ফ আগে থেকেই বাঁধা আছে । তারপর দ্রুত হেঁটে চলতে লাগলো বাসার দিকে । আর তার পেছন পেছন মমতাজ, খানিকটা দূরত্ব রেখে ।

এইভাবে বাসায় পৌঁছে যায় ওরা দুজনে এবং এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে । রোজ রাতেই নাইট ডিউটি না থাকলে মমতাজ যায় আর দেখা যায় যে রফি বনের মধ্যে গিয়ে ঐ আলোর কণিকা দ্বারা তৈরি মেয়েটির সাথে সময় কাটায় ।তারপরে ফিরে আসে । এইভাবেই চলতে থাকে দিন । ফেরার সময় একটি স্কার্ফ নিয়ে আসে যা একটি বৃক্ষের ওপরে বেঁধে রাখে । সেই স্কার্ফ স্পর্শ করা যায় অর্থাৎ মেয়েটি বাস্তবে আছে । কোনো মায়াবী বা

জাদুকরী কেউ নয় । রক্তমাংসের না হলেও সে আছে , ভীষণভাবে আছে । মনে , প্রাণে , অ্যালকেমিতে আছে । আলোর ঝর্ণা হয়ে ।

মমতাজ জানেনা এসব কীভাবে সম্ভব কিন্তু এরকম ঘটে চলেছে রোজই । সে তার পড়শীদের এই ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেনা । চুপ করে থাকে ।

দিন কেটে যায় আপন ছন্দে । স্বামীর সাথে তার কোনো দৈহিক সম্পর্ক তৈরি হয়না কিন্তু সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব লোকটি পালন করে । টাকাপয়সা দেওয়া বা সন্তানের যা তার নিজেরও নয় তাকে দেখাশোনার সব খরচ সে দেয় ও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া , খেলাধূলা করানো সব করে ।

এসব ব্যাপারে কোনো গাফিলতি নেই । কেবল স্ত্রীকে স্পর্শ করেনা ।

কেন করেনা তার কোনো কৈফিয়ৎও সে দেয়না । তাতে করে মমতাজ ভাবে যে সে হয়ত নপুংসক । কিন্তু বনের সেই ঘটনা, দিনের পর দিন নিজ চক্ষে দেখে তার স্বামীকে নপুংসক ভাবতেও কেমন লাগে । মন সায় দেয়না । আর মনে হয় যে মানুষটা এতটাই দায়িত্ববান ও সৎ সে নপুংসক হলে হয়ত বিয়েই করতো না !

মনের কষ্ট মনে চেপে রেখে মমতাজ বা মোম ডাইরি লেখা শুরু করে ।

লেখার শখ তার ছোট থেকেই । আগেই ডাইরি লিখতো । তবে ওর কৈশোরের ডাইরি কেউ চুরি করে নেয় তখনই ও স্থির করে বড় হয়ে পুলিশ হবে । কারণ ঐ ডাইরি ওর প্রাণ ছিলো । ওর আত্মার অংশ । তাই চুরি যেতে মনে হয় যে ওর খানিকটা অংশ কেউ খুবলে নিয়ে চলে গেছে ।

এই এলাকায় অপরাধ প্রায় হয়না তাই থানা খালিই থাকে । চোরাচালানকারিও নেই কোনো আজব কারণে । শোনা যায় এই অরণ্য থেকে কেউ একটা শালপাতা পর্যন্ত নিয়ে পালাতে পারেনা । অপঘাতে তার মৃত্যু হয় । মমতাজ একটা সুন্দর সবুজ ডাইরি কিনে লেখা শুরু করে । এখানে যত আজব মানুষের কথা শোনে তাই লিপিবদ্ধ করে ফেলে । নিজের স্বামীর কথা দিয়েই শুরু করে ।

তারপর লেখে অন্যদের কথা । যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাকি এখানে এক ভিনদেশী সৈনিক ছিলো । তাদের কবরও আছে এখানে । এটা তো বর্ডার এলাকা তাই ভারতীয় সেনাবাহিনীর

লোকেদের দেখা মেলে প্রায়ই । কিন্তু ঐ ভিনদেশী সৈনিক নাকি দেশমাতৃকাকে রক্ষা করে চলেছে শত্রুদের হাত থেকে । এগুলি এখানকার মানুষেরা বলে । বহুবার বহু ঘটনা থেকে তারা এর প্রমাণ পেয়েছে । হয়তবা ইংরেজ শাসনের সময় ঐ সৈনিক এখানে ছিলো । মমতাজ ঠিক জানেনা সেটা । তার ঠিকুজি কুষ্ঠী সম্পর্কে কিছু জানা নেই তার । তবে বুঝতে পারে যে ঐ মানুষটির ভারতের প্রতি একটা টান ছিলো যদিও সে গোরা চামড়ার লোক ছিলো ।

এখানে অনেক গোরাচামড়ার সৈনিকের কবর আছে কিন্তু দেশকে রক্ষা করে চলেছে ঐ একজনই ।

অদ্ভুত ব্যাপার ।

এই এলাকায় আজও মস্তক কাটা হয় বা উপড়ে নেওয়া হয় । শিরচ্ছেদ যাকে বলে । এক কোপে শত্রুর মাথা কাটা হয় । এবং যারা করে তাদের অত্যন্ত বাহাদুর বলে মনে করা হয় ও তাদের মুখে ও সারাদেহে বিশেষ রং দিয়ে আশ্চর্য সমস্ত উল্কি এঁকে দেওয়া হয় । যেন তারা গড়পরতার মধ্যে চ্যাম্পিয়ন । তবে রক্ষা হল এখানে অপরাধ বেশি

হয়না । না বনে চোরাশিকারি আছে আর না চুরি চামারি হয় নাহলে হয়ত মুন্ডচ্ছেদ করে করে লোকেরা শির শিকারীর শিরপা পেতো ।

আবার অনেকে মনে করে যে এখানে এখনও সমাজ ব্যবস্থা এতটা নির্মম বলেই হয়ত ক্রাইম কম ।

এই যে গভীর বন যেখানে এত প্রাণী , সাদা বাঘ , সাদা সিংহ , নানান রং এর ময়ূর , চিতা বাঘের মতন বেড়াল , বুনো কুকুর , হায়না ইত্যাদি সেখানে বিষাক্ত গাছপালার শেষ নেই ।

এমন এক লঙ্কা হয় যা দেখতে বড় বড় লম্বা টমেটোর মতন এবং লাল টুকটুকে একদম টিয়া পাখিটির ঠোঁট যেন । একটু ব্যাঁকা , তেরা । লঙ্কা খেকোদের লোভ হবে দেখলেই । কিন্তু এই লঙ্কা খেয়েই কতনা মানুষ প্রতি বছর যে এখানে মারা যায় তা কহতব্য নয় । লঙ্কা মহামারি বলা চলে ।

অসংখ্য । অসংখ্য । তবুও লঙ্কা খাওয়া থামেনা ।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম লঙ্কা খেয়েই চলে ।

অস্বাভাবিক ঝাল এই লঙ্কার তেজে অনেক মানুষ কুপোকাৎ । তবুও কি যেন এক নেশায় এই লঙ্কা নিয়ে প্রতিবছর একটা ভীড় উপচে পড়া

প্রতিযোগিতা হয় । শয়ে শয়ে মানুষ এই লঙ্কা খাওয়া দেখতে আসে । লঙ্কা খেকোরা লাইন দিয়ে বসে হাতে প্রাণ নিয়ে এগুলি খায় ও যথারীতি বেশ অনেকেই মারা যায় । **তবুও জীবন বয়ে চলে তার গতিতে । লাইফ গোজ অন !**

স্থানীয় লোকেরা বলে , আরে মরবো বলে কি বাঁচবো না ? একদিন তো সবাই মরবে তাই বলে কি রোমহর্ষক অভিযানে যাবেনা কেউ ? ঘরের মধ্যে কুকুর কুন্ডলী হয়ে বসে হরিনাম জপ করবে ? আর সবাইতো মরেও না । তাহলে ?

এই লাল টুকটুকে লঙ্কা খেতে মমতাজের মনে হয় সাহস নয় দু:সাহস লাগে । ও অবশ্যি খেয়ে দেখেনি । ওদের থানায় চা দেয় একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ সে খেয়েছিলো । তার জীভের একটা দিক কেটে বাদ দিতে হয়েছে । তবুও সে দুখী নয় বা ঐ সিদ্ধান্তকে নিয়ে ভাবিত নয় একটুও ।

তবে কিছু কিছু জিনিস নিয়ে লোকে খুব ভাবে । যেমন এখানে অনেক আগে প্রাচীন কোনো রাজা একটি সুবিশাল রাজপ্রাসাদ তৈরি করেন । সেখানে শত্রু থেকে বাঁচতে গুপ্ত সুড়ঙ্গ ও গুপ্ত একটা শহরের মতন তৈরি করেন । সেসব আজও আছে । বহু প্রত্নবিদ্ ও ভ্রামণিক বা স্থানীয় মানুষ ভেতরে

গিয়ে অনুসন্ধান করেছে কিন্তু আজ অবধি কেউ ফিরে আসেনি । কেমন যেন গোলক ধাঁধার মতন ভেতরটা । তাই তাদের খুঁজতে গিয়েও যারা হারিয়ে যায় সেইসব মানুষদের আর কেউ খুঁজতে যায়নি ।

এইসব নিয়ে লোকে ভাবে , বই লেখে , আড্ডা দেয় কিন্তু রহস্যের কোনো সমাধান কেউ করতে পারেনা । ন্যাশেনাল জিওগ্রাফিকের লোকেরাও নাকি এসেছিলো কিন্তু সরকার লিখে রেখেছে যে এই গোলকধাঁধায় নিজের দায়িত্বে যাবেন তাই ওরা আর ভেতরে ঢোকেনি ।

রহস্যে মোড়া এই বনভূমি । অন্ততঃ তার পতিদেব ও পাতালটা ।

দূর্নীতিতে ভর্ত্তি ভারতে লোকে নিজের বাঁ হাতকেও বিশ্বাস করেনা কিন্তু এই এলাকায় এখনও এমনসব দোকান আছে যেখানে সবজি , আনাজ সাজানো থাকে ও লোকে দাম দেখে তা কিনে নিয়ে যায় এবং টাকাগুলি একটা থলি আছে তাতে ভরে দিয়ে যায় । এরকম অনেক দোকান আছে এখানে । কেউ সেই টাকার থলিও লোপাট করেনা অথবা সবজি , আনাজ নিয়ে চলেও যায়না ।

খুবই আজব ব্যাপার । বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

এবং বলাবাহুল্য যে ঐ দোকানগুলিতে কোনো বিক্রেতা থাকেনা । ওরা এগুলিকে বলে গুমটি ।

গুমটিতে বিকিকিনি চলে এবং যার গুমটি সে ওখানে যা বিক্রি হবে তা রেখে যায় ।

পরে এসে হিসেব করে টাকাপয়সা নিয়ে যায় ।

শিরচ্ছেদের ভয় একটা কারণ হতে পারে তবে সেটা কেউ জানেনা ।

এই স্থানে আজও এমন সব বাজার আছে যেখানে মমতাজ দেখেছে যে টাকা না থাকলেও বহুমূল্য সব জিনিস কেনা যায় । এবং কতটা জিনিস দিতে হবে কিসের বদলে সেটা স্থির নয় ।

যেমন কেউ ফ্রিজ কিনবে তার টাকা নেই কাজেই সে হয়ত দুটি দামি পোষাক আর একটা দামি মোবাইল দিয়ে এটা নিয়ে যেতে পারে । অর্থাৎ অদলবদল বা বিনিময় প্রথা । সেই আদ্দিকালের মতন ।

তাতে অনেকের সুবিধে হয় ।

অনেক সময় এখানে বৌ বিনিময় হয় । অর্থাৎ কোনো মেয়েকে তার হবু পতি নিয়ে যেতে পারে কোনো কোনো বস্তুর বদলে । তবে এটা কিন্তু কোনো দেহব্যবসা নয় । কারণ দুই পরিবারের পরিচয় ও ঠিকানা এসব লাগে ।

অনেকেই ইন্সট্যান্ট বৌ পেতে এখানে চলে আসে ।

এই বাজারে এসে কোনো বস্তুর বদলে বৌ কিনে নিয়ে চলে যায় । অবশ্যি সেই বস্তুটি বৌ এর পরিবারের চাহিদা অনুসারে হতে হবে এবং তাদের খুশি করতে হবে নিজের এলেম দিয়ে ।

এসব অঞ্চলে আবার মাতৃতান্ত্রিক সমাজ । তাই মেয়ে হলে লোকে বড্ড খুশি হয় । উৎসব লেগে যায় বাসায় । আর ছেলে হলে লোকের মুখ ভার ।

যেন কি এক আপদ এলো ! তবে ঈশ্বরের দান বলে মেনে নেয় । এরা কিন্তু মানুষগুলি, মমতাজের মতন

সবাই মুসলিম নয় । হিন্দুও নয় । যদিও এটা ভারতের ভেতরেই । এখানে সিংহভাগ মানুষ বৌদ্ধ্য পর্যন্ত নয় । তাহলে তাদের ধর্ম কি ?

তাদের ধর্ম হল বৈষ্ণব ধর্ম । তারা কৃষ্ণ ও রাধার পুজারি । প্রতিটি মন্দির প্রাঙ্গনে গোপীনাথ ও রাধিকার মুরতি । কোথাওবা হোরি খেলছে শত সখী সনে কৃষ্ণ প্রেমে পাগল, আয়ান মহিষী রাধারাণী

আবার কোথাও বালক গোপাল ননী খাচ্ছে ।

এরা প্রধানতঃ নিরামিষ খায় । তবে অনেক ভিন্নধর্মের মানুষ আছে তারা মাংসাশী ।

যেমন অনেক লোক শেঁয়াল থেকে ভেড়া , গরু , মোষ , পাখী , ইঁদুর , খরগোশ , সাপ সবই খায় । আবার অনেকে হরিণ খায় । হরিণ মারা বারণ কিন্তু লুকিয়ে খায় । অনেক সময় হরিণের পাল ক্ষেতে এসে উৎপাত করে । তখন কিছু শিকারী ওদের মেরে ফেলে । এবং মাংস চালান করে দেয় ।

উল্টোদিকে মমতাজের স্বামী রফি কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে থেকে আহত হরিণ অথবা খরগোশ কিংবা চড়াই পাখিগুলিকে বাসায় এনে সেবা করে ও সুস্থ হলে প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়ে দেয় ।

ওদের বনের মধ্যেই পশুদের জন্যে একটা ছোট চিকিৎসা কেন্দ্র আছে তবে রফি অনেক সময় তাদের বাসায় নিয়ে আসে ।

মমতাজের ছেলের নাম ছিলো ওসমান । কিন্তু রফি সেটা বদলে দিয়েছে । মোমের পারমিশান অবশ্যিই নিয়েছে । **বলেছে যে , আমি ওর নাম দেবো চে ।**

চে গুয়েভারার নামে । ও বড় হয়ে মানুষের জন্য কাজ করবে । দুনিয়াতে একটা পদচিহ্ন রেখে যাবে । কতনা গরুছাগল রোজ জন্মাচ্ছে । টাকাপয়সা কামাচ্ছে , চুরিচামারি করে কোটিপতি হচ্ছে কিন্তু তাতে কি ? তাদের কেউ মনে রাখে ?

আমাদের ছেলে এমন কিছু করবে যে লোকে তাকে মনে করে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে তবেই তো মানুষের বাচ্চা ! নাহলে বড়লোক কিংবা নেতা এসব তো সবাই হতে পারে কিন্তু এরা মানুষ হতে পারে কি ? এদের কেউ ইজ্জৎ দেয় ?

বন্দুক দেখিয়ে সম্মান আদায় করে এরা । আদতে লোকে এদের ঘেন্না করে । আমাদের ছেলে হবে একজন মানুষের মতন মানুষ । ঠিক যেমন ছিলেন চে গুয়েভারা ।

মমতাজ কিছু বলেনা । কিন্তু মনে মনে ভাবে যেই মানুষটা এতটাই সচেতন মানুষের অধিকার নিয়ে যে চে গুয়েভারার ভক্ত , সে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গ দেয়না কেন ? মোম বলছে না যে সে যৌন সম্পর্ক

চাইছে কারণ এটা তার দ্বিতীয় বিয়ে কিন্তু মানসিক চাহিদাও তো একটা আছে নাকি ?

নাকি সে নারী বলে তার অধিকার এই মানুষটির র‍্যাডারেই আসছে না ? চে গুয়েভারার নাম করে বুকনি ঝাড়ছে কেবল । টিপিক্যাল একজন ভারতীয় মুসলমান মরদের মতন ।মেয়েরা হল পায়ের জুতো ! ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দাও । কিন্তু এতো ব্যবহারও করছে না !

আচ্ছা ,এতটা লেখা হয়ে গেলো কিন্তু এই স্থানের নামটি কেউ জানে ? এখনও বলা হয়নি বোধহয় ।

নাম হল গিয়ে ভালোপাহাড়ি ।

এই ভালোপাহাড়িতে ভালো ভালো মানুষেরা থাকে কারণ চুরি টুরি হয়না তেমন । তবে এখানে এক আশ্চর্য পরব হয় । নাম কুকুর তিহার ।

কুকুর এক অত্যাশ্চর্য জীব ! কে না জানে ?

তবুও কোনো কোনো ধার্মিক মানুষ তাদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে চায়না কারণ তারা নাকি বিষ্ঠা ভক্ষণ

করে ও কামড়ে দেয় এবং আরো নানান যুক্তি দিয়ে তাদের একঘরে করে রাখে । কিন্তু সত্য হল এরা না থাকলে পুলিশ , গোয়েন্দা , বিদেশের অসহায় মানুষ , ডিসেবেল মানুষ , মানসিকভাবে দূর্বল মানুষ , ক্ষেতখামারের মালিকেরা আরো কতনা লোক ও জীবেরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো । পাড়ার সারমেয়দের কথাই ধরো । খেতে পাক বা না পাক সারাটা পাড়া কেমন পাহারা দেয় রাতবিরেতে ওরা ।

আর দেখবে রাস্তার কুকুরের চোখ দুটি খুবই করুণ ও কোমল হয় । আমি দেখেছি । ওরা চেনা লোকেদের রক্ষা করে । সে যাইহোক এই এলাকার মানুষ ; কুকুরকে পুজো করে ঐ কুকুর তিহারের দিনে । ওদের মালা পরিয়ে , টিপ পরিয়ে নানান মন্ত্র আওড়ে পুজো করে পুরুৎ ও তারপর ভোজন ইত্যাদি হয় ।

সারমেয়রা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ।

এদের জন্য নির্মিত মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পুজো করা হয় । অর্থাৎ লাইভ পুজো ।

আজব ব্যাপার হয় সেদিন । অনেকেই যাদের গৃহপালিত কুকুর আছে তারা উপোস করে পুজো সারে ।

একজন ভদ্রলোক আছে এখানে । সে পেশায় ম্যাপ মেকার অর্থাৎ মানচিত্র বানায় । অর্থাৎ কার্টোগ্রাফি করে । এই যে আমরা এতসব ম্যাপ দেখি -রাস্তার , দেশের , জগতের এসব কারা আঁকে ? এই কার্টোগ্রাফার যারা সেইসব মানুষ ।

এই লোকটি বিদেশী । এর বাবা ভারতে এসে থিতু হয় । একজন দেশী মেয়েকে বিয়ে করে । তাই লোকটির গায়ের রং সাহেবের মতন ।

ত্রিমাত্রিক সমস্ত বস্তুকে দ্বিমাত্রিক করা সহজ নয় ।

নিঁখুত মাপজোকের ব্যাপার । কিন্তু লোকটির নিশানা একদম ঠিকঠাক ।

তার কাছে জানা গেলো---- এই ম্যাপ আঁকার ইতিহাস ; প্রাচীন যুগ থেকেই আছে । হয়ত তখন এরকম খাতায় আঁকা ম্যাপ হতোনা কিন্তু আঁকিবুকি কেটে দিক নির্ণয় করা কিংবা পাথরের গায়ে চিত্র এঁকে কিছু করা এসব ছিলই । ব্যাবিলনে এরকম দেখা যায় । চীনামানুষেরাও এসব নিয়ে কাজ করেছে । তো এই মানুষটি এখন আধুনিক

যুগের ম্যাপ আঁকে । এখন তো আলোক তন্তুর যুগ । তাই কম্পিউটার ব্যবহার করে করে ম্যাপ করে । টপোগ্রাফি , জিওগ্রাফি এসব নিয়ে কাজ করে । অনেক নাকি অঙ্ক লাগে । মাথা সাফ নাহলে দিক নির্ণয়ের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হবেনা । ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল হলেও মুস্কিল । তাই খুব মনোযোগ দিয়ে কাজটি করে । **জিপিএস যেমন গাড়ির মধ্যে রাস্তার ম্যাপ দেখায়, সেসবও এরাই করে থাকে বলে জানা গেলো ।**

এই মানুষটির নাম জেড ।

জেড তো একধরণের খনিজ বস্তু সবাই জানে যার রং মূলতঃ সবুজ । তো এই ব্যাক্তি তো বিয়ে করেনি । এর কাছে একটি এক ফুটের পরীর মূর্তি আছে যা জেড পাথর দিয়ে তৈরি । এটি নিউজিল্যান্ড থেকে নিয়ে আসে লোকটি যেখান থেকে এর পিতা এসেছিলো । **ওখানে মাওরি উপজাতিরা নাকি জেড এই খনিজ বস্তুকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে ।**

লোকটি , যার নাম জেড বলে যে এই পরীটিই ওর স্ত্রী । ওর নাকি এক গার্লফ্রেন্ড ছিলো । সে এক সাংবাদিক । কিছুদিন ওর সাথে এখানে ছিলো । কিন্তু সে দিল্লীর মেয়ে । পাঞ্জাবী । তার ইচ্ছা ছিলো

যে জেড দিল্লীতে গিয়ে বাসা বাঁধুক । কিন্তু জেড এই এলাকা ছেড়ে যাবেনা । তাই ঘর ভেঙে যায় ।

লোকটি বলে , আমি মেয়েদের কোনোদিনই তেমন গুরুত্ব দিইনি । লোকে আমাকে সেন্ট জেড বলতো । আমার মনে হতো যে মেয়েদের পেছনে ঘোরা ও ফাকিং ছাড়াও জগতে অনেক ভালো ভালো কাজ করার আছে । না আমি ক্যাসানোভা আর না আমার এই প্রজাতির প্রতি বিশেষ কোনো উৎসাহ ছিলো কিন্তু কিউপিডের তীর কে আর এড়াতে পারে ?

প্রেম হল কিন্তু পরিণয় হলো না কারণ আমি হিল্লী দিল্লী যাবো না । ওসব বড় বড় শহরে ধূলো , ধোঁয়া ভর্ত্তি । অযথা ক্যাকোফোনি । আমার প্রাণ আইঢাই করে । আমি এখানেই বেশ আছি । সুখে আছি ।

তাই ও চলে গেলো । কিন্তু এখনও আমরা হোয়াটস্ অ্যাপে যুক্ত । তবে আমাদের এক মেয়ে আছে ।

তাকে ও মানুষ করছে দিল্লীতে । কারণ ও তাকে এই গন্ডগ্রামে রাখবে না । ও বলে দিল্লী হল সবচেয়ে সেরা জায়গা । তাই মেয়েকে ওখানেই নিয়ে গেছে । কিন্তু দিল্লীতে যা দূষণ তাতে আমার মনে হয় এটা আর বেশিদিন ভারতের রাজধাণী থাকবে না ।

এর কাছ থেকেই নিজের স্বামীর সম্পর্কে কিছু কথা শুনলো মমতাজ যা তার জগৎ বদলে দিলো ।

জানলো যে বনের ভেতরের ঐ উদ্ভট ঘটনা জেডও দেখেছে । তার কারণ ম্যাপ বানাতে বানাতে এই ব্যাক্তি অরণ্যের ম্যাপ পর্যন্ত নিজের মগজে এঁকে নিয়েছে । কোনো এক পুর্ণিমা রাতে নিজের প্রেমিকাকে নিয়ে জঙ্গলে বার্বিকিউ করতে গিয়ে এসব দেখে । ওদের উদ্দেশ্য ছিলো তাঁবু গেড়ে নিশিযাপন । হলও তাই । এবং এই অবিনশ্বর দৃশ্য ওরা দেখতে পেলো ।

আলোর কণিকা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এক অপূর্ব রমণীয় অবয়ব । যেন কোনো রূপকথার পরী !

তারপর ওদেরই পরিচিত রোজকার এক মানুষ সেই রেশমী রশ্মির তনয়ার সঙ্গে মেতে উঠছে গুঞ্জনে ।

চিরকালীন ভালোবাসার গানে ।

সাধারণ এক মুসলিম যুবক । জঙ্গলের নিয়মিত গাইড । আর পাঁচটা লোকের সাথে কোনো তফাৎ নেই । অথচ কী ভীষণ তীব্রতা তার আত্মায় , চেতনায় ! নাহলে পারতো এই আলোর তরঙ্গের সাথে যুক্ত হতে এইভাবে ?

জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো সমস্ত দেহখানি ।

এই দৃশ্য দেখার পরে ভয়ে অনেকদিন কথা বলেনি জেড, রফির সাথে ।

পরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় ওরা।

মমতাজ আরো শোনে যে রফি আদতে তার মায়ের গর্ভজাত সন্তান নয় । তার মা এক হিন্দু মহিলা । রফির জন্মের আগে সারাটা দেহ জ্বলে যেতো তার আসল মায়ের তাই জন্ম দিয়েই শিশুটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অরণ্যের পাশে । শকুন্তলার মতন কিছু শকুন নয় বুনো কুকুর নাকি পাহারা দিচ্ছিলো বাচ্চাটাকে ।

পরে এক মুসলিম মহিলা যার কোনো সন্তান ছিলো না বা হবার আশাও ছিলো না সে এসে শিশুটিকে কোলে তুলে নেয় জানা সত্ত্বেও যে তার জন্মদাত্রী মা একজন হিন্দু । এই মুসলিম মা তার ছেলের নাম রফি রাখলেও একবার রথযাত্রায় তাকে কৃষ্ণ সাজিয়ে রথের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যায় পুরোটা রাস্তা । লোকে তার ধর্ম নিরপেক্ষতার তারিফও করে খুব । **রফিকেও খুব সুন্দর লাগছিলো । সেসব ছবি আজও মন্দিরের গায়ে লাগানো আছে ।**

তার মাকে প্রশ্ন করলে সে বলেছে , আরে বাচ্চার আবার ধর্ম হয় নাকি ? ওগুলো আমরা বুড়োরা ওদের মগজে ঢোকাই !

এখানে লোকেদের একটা প্রথা আছে যে ওরা কেউ ওদের বাসায় গেলে লোকাল কিছু বনজ গাছের পাতা ও ডালের স্তবক নিয়ে তার ধোঁয়া দিয়ে অভ্যর্থনা করে থাকে । এটা একটা রীতি । এই ধোঁয়া খুবই উপকারি । মন ও প্রাণ শুদ্ধ হয় বলে মনে করে ।

জেডের বাসায়ও সেরকম একটি ধোঁয়ার ব্যাপার ছিলো । সারাটা দেহ ধোঁয়া দিয়ে ধুয়ে নিয়ে জেড বলে ওঠে , জানো এখানে ঐ যে রাতপরী ;ওর যখন পিরিয়ড হয় তখন নাকি স্থানীয় সব মন্দিরে সাতদিন পুজো বন্ধ হয়ে যায় , এরকমই শুনেছি ।

প্রতিবছর বর্ষা নামার ঠিক আগে এরকম হয় ।

আমি জানিনা এর সাথে ফসল ও বনের সবুজাভার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তবে বর্ষার আগে অমাবস্যায় ওরকম হয় । ৭ দিন মন্দির বন্ধ থাকে ।

পুজো টুজো হয়না । পুরুৎগণ ছুটি নিয়ে চলে যায় যার যার বাসায় । এইসব সময় মন্দিরে উঁকি মারাও পাপ । আর তোমার স্বামী তো একধরণের মহামানব ।

চমকে ওঠে মমতাজ , ভাবে বুঝি ধরা পড়ে গেছে । বোধহয় এই ম্যাপ নির্মাতা বুঝেই গেছে সব যে এতদিন বিবাহিতা হয়েও আজও সে একধরণের অসূর্যম্পশ্যা !

কিন্তু ভদ্রলোক কথার বাঁক ঘুরিয়ে দেন ।

গলা ঝেড়ে বলে ওঠেন , রফি সাহেব আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটতে চলতে পারেন । জানো তো ?

খুবই অবাক হয় মোম । বলে ওঠে , তাই নাকি ?

কৈ না তো !

এমন চমৎকার একটা ঘটনা হয় আর সে জানতেও পারেনি এতদিনে ?

জেড বলে চলে , হ্যাঁ , তোমাকে লোকে আদর করে মোম বলে । তুমি বাপু গলে যেতে পারো কিন্তু রফি সাহেব এক দৌড়ে চলে যাবেন আগুনের ওপর দিয়ে । কতবার আমরা মেলায় এরকম খেলা দেখেছি । প্রচন্ড আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে তারপর

একদম সুস্থ মানুষের মতন বার হয়ে আসছেন রফি সাহেব । শুনেছি অনেক সাধু মহাত্মারা এসব পারেন । কিন্তু ওনাকে জিজ্ঞেস করতে উনি বলেন যে নাহ্ উনি এমনিই এগুলো পারেন ছোট থেকে । অনেকবার আগুনে হাত লেগেও পোড়েনি । তাতেই বুঝেছেন যে উনি আগুন প্রুফ একজন মানুষ ।

অত্যাশ্চর্য হয়ে যায় মমতাজ ।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে জেডের দিকে । আর জেড কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে সবুজ একটা পাথর হয়ে যেন থপ্ করে বসে পড়ে সোফার ওপরে ।

জেডের আবার পোষা একটি কালো বেড়াল আছে । সে বেজায় কালো । খালি খায় আর ঘুমায় ।

হুলো বেড়াল । নারী বর্জিত বাড়ি , জেডের ।

অনেকক্ষণ পরে মিনমিন করে মমতাজ বলে , আমি এক কাপ কফি পেতে পারি ?

নিশ্চয়ই । বলে ওঠে জেড।

কফিটা গাঢ় বানায় । অনেক দুধ ও বেশ কিছুটা ক্রিম দেয় তাতে । অনেক চিনি ।

পান করতে করতে মোক্ষম প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় , কিন্তু রাতপরীর পিরিয়ড হয় কে বললো ? আর তার সাথে মন্দিরের পুজোর সম্পর্ক কি ?

এবার খুব হাসে লোকটি । অট্টহাসি যাকে বলে । তারপর চোখ ছোট করে বলে ওঠে , এটা সাব ইন্সপেক্টরের প্রশ্ন নাকি মমতাজের কৌতুহল ?

মোম বলে, যা ভাবা যায় ।

জেড তখন বলে , ঐ যে রাতপরী সে এই এলাকার সব বাসিন্দাদেরই স্বপ্নে দেখা দেয় । এবং আমন্ত্রণ জানায় অরণ্য গিয়ে তার সাথে দেখা করতে । সে নাকি এক দেবী যে তার স্বরূপ দেখাতে পারে জঙ্গলে গেলে অবিশ্বাসী মানুষকে । কিন্তু ভয়ে কেউ যায়না । একমাত্র তোমার স্বামীই গিয়েছিলো । কারণ আমার মনে হয় যে উনি আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারেন তাই উনি স্পেশাল । এটাই ওনার বিশেষত্ব । ওনার আত্মার মধ্যে অলীক কিছু আছে তাই উনি হয়ত অমৃতের সন্তান । সেই জন্যে ভয় না পেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন রাতপরীর আসল রূপ । আর তাকে প্রেম ডোরে বেঁধে ফেলেছেন ঐ ঐশ্বরিক শক্তি বা অ্যাঞ্জেল । বা ফেরী । আ লাভলি ফেরী ।

অ্যাঞ্জেল , ফেরী ।

কথা বলেই চলেছে জেড , আর মমতাজ ভাবছে ঐ জুটির কথা যে এরা কারা ? হিন্দুদের দেব দেবী অগ্নিদেব আর স্বাহা ? ও একবার ওর এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলো যে হিন্দুদের এত দেবতা হল ওদের অশেষ হুর এর মতন । যেমন অগ্নিদেব হলেন আগুনের দেবতা আর স্বাহা হলেন ওনার স্ত্রী । তাই হিন্দুদের যজ্ঞের সময় ওরা আগুনের মধ্যে নানান বস্তু ছুঁড়ে দিয়ে স্বাহা স্বাহা করে ।

এরও একটা কোনো গল্প আছে তবে সেটা ওর এখন মনে নেই । গুগুলে দেখে নিতে হবে ।

কিন্তু স্বয়ং অগ্নিদেব তার স্বামী ? তাই কোনো দৈহিক সম্পর্ক নেই তার সাথে ? স্বাহার কাছে ছুটে যান রোজ রাতে রফি ? আর হিন্দু দেবতা জন্মেছেন হিন্দু হয়ে কিন্তু মানুষ করেছেন একজন মুসলিম মা । তাহলে এরকমও হয় ? আর হবেনাই বা কেন ?

ধর্ম ও জাতপাত মানুষের জন্য । এঁরা তো আলোর মালা । আলোর কি আর ধর্ম হয় ? আল্লাহ্‌র করিশ্মা একেই বলে ! ফরিস্তারা তবে আমাদের মধ্যেই থাকেন । সাধারণ মানুষ হয়েই ? শুধু তাদের চিনে নিতে হয় । তারা সোনার বরণ নন , রূপার খড়্গ হাতে নিয়ে দাঁড়ান না ,একদম আমাদের মতনই দেখতে ও শুনতে কেবল কর্তব্য বোধ ও সততার ব্যাপারগুলো অভাবনীয় ।

অবিনশ্বর তাদের রীতিনীতি ও ভাবাবেগ ।

Kukur Tihar (also called Narak Chaturdashi, Nepali) is an annual Hindu festival originating from Nepal which falls on the second day of the festival of Tihar (around October or November). On this day, people worship dogs to please Yama, the god of death, as they are considered to be his messengers. Dogs are decorated with tilaka and wear flower garlands around their necks. Worshippers offer them various foods including meat, milk, eggs, and dog food. It is considered a sin if someone acts disrespectfully to a dog on this day.

--Wikipedia

THE END